সংবাদ

তারিখ 02 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

আবার কেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনিয়ম

হোসাইন মুবারক

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায় নতুন কোন বিষয় নয়। এ নিয়ম চলে আসছে প্রায় দুই দশক ধরে। অভিভাবক, ছাত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সবার কাছেই ছিল বিষয়টি খোলামেলা। অনেকটা গা-সহা হয়ে গিয়েছিল বিষয়টি।

দেশের সর্বত্রই স্কুলগুলো এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হলে অনেকটা উৎসবের আমেজে ছাত্র-শিক্ষক সবাই এই কর্মযজ্ঞে অংশ নেয়। এটা একসময় ছিল ছাত্রজীবনের প্রথম সার্টিফিকেট পরীক্ষা। এ কারণে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ফরম পূরণের অর্থ কিছুটা বেশি আদায় করলেও কেউ তেমন প্রতিবাদ করতো না। আর প্রতিবাদ করেও লাভ হতো না। স্কুল কর্তৃপক্ষ যেটা নির্ধারণ করে দিতো, ফরম পূরণের সেই অর্থ প্রদান করা ছিল অনিবার্য।

কিন্তু সাম্প্রতিক একটি তথ্য প্রচলিত বিধি ভেঙে সবাইকে চমকে দিয়েছে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি একটি দৈনিকে (মানবজমিনে) প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের এসএসসির ফরম পূরণে আদায়কৃত অতিরিক্ত ফি ফেরত না দেয়ার কারণে শিক্ষা বোর্ডসমূহ ৮৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের এমপিও বাতিল এবং গভর্নিং বডি ভেঙে দেয়াসহ আরও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। তারা ৩ হাজার থেকে ১৪ হাজার টাকা পর্যন্ত ফরম পূরণের ফি আদায় করেছে, যা ছিল খুবই উচ্চমাত্রার অনৈতিকতা।

একটি জীবনের শিক্ষার ভিত গড়তে এসএসসি পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একজন সুশিক্ষিত নাগরিকের শিক্ষার প্রথম সোপান বলা যায় এসএসসিকে। এই পর্যায় থেকে কোন শিক্ষার্থী দমে গেলে তার শিক্ষা জীবন স্থগিত হয়ে যায়। দেশের সরকার শিক্ষিত জাতি গড়তে শিক্ষাকে বহুমুখী করেছে নানাভাবে। বিশেষ করে মেয়েদের এসএসসির গণ্ডি পেরুতে আগের শ্রেণীগুলো থেকেই বৃত্তি-সহায়তা দিয়ে শিক্ষায় উৎসাহিত করে এসএসসি পর্যন্ত আনা হয়। যেন তারা ঝরে না পড়ে। বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যই অকালে ঝরে পড়া রোধ করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী ফল হয়েছে সন্তোষজনক। জাতিকে শিক্ষিত করার অভিপ্রায়ে ভবিষ্যৎ মায়েদের শিক্ষিত করার সরকারি পরিকল্পনা তুচ্ছ দুর্নীতির কাছে ভেঙে যেতে বসেছিল। অনেকটা প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় এসএসসির অতিরিক্ত ফি আদায়। এ কারণে অনেক নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তান ঝরে পড়ে শিক্ষার মূলধারা থেকে।

সুশিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়নের যে বিকল্প নেই, সরকারের কঠোর পদক্ষেপ তারই স্বাক্ষর বহন করছে। অতীতে এ বিষয়ে বহু অভিযোগ সংবাদপত্রে এসেছে। মিছিল, মিটিং, অবরোধ হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গিয়েছিল। তখন দেখার যেন কেউ ছিল না, অভিযোগ করেও কোন ফল হয়নি। বাধ্য হয়ে অনেক অসহায় পরিবারগুলো অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে ফরম পূরণ করিয়েছে। অনেক পরিবারকে গরু-ছাগল, গয়নাগাঠি থেকে শুরু করে সংসারের মূল্যবান সামগ্রী পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। আবার অনেক শিক্ষার্থীকে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দিতে হয়েছে। তার পরও সেই আদিম প্রথার বিলুপ্তি ঘটেনি।

ক'দিন আগে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, 'বর্তমানে পুলিশ হতে ১০ লাখ, শিক্ষক হতে ৫ লাখ টাকা লাগে।' জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ যেটা ইঙ্গিত করেছেন তা আমাদের দেশের বেশিরভাগ এলাকার শিক্ষাঙ্গনে সেই চিত্র আরও উদ্বেগজনকভাবে বিরাজমান। একজন শিক্ষকে যদি ৫ লাখ এবং প্রধান শিক্ষককে যদি মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে চাকরি নিতে হয় তাহলে তো তারা দুর্নীতির দিকে ঝুঁকবেনই।

বর্তমান সরকার শিক্ষক নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু করে আর যা-ই হোক মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করেছে। তবে নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃণমূলে শিক্ষকরা অবৈধ লেনদেন থেকে মুক্তি পেয়েছে কি-না তা নিশ্চিত করতে পারেনি। এ চলমান অনিয়ম শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে অনেকটা উৎসাহিত করেছে।

একটি জাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। উন্নত জাতিগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে এর জলন্ত উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসবে। এ কারণে শিক্ষার যে কোন প্রতিবন্ধকতা সরকারের কঠোর হাতে দমন করা কর্তব্য। বহুদিন থেকে চলে আসা ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায় গা-সহা অনিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ দুর্নীতিকে শিক্ষক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। বছরান্তে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিছু অর্থ বেশি আদায় করে নেয়া যেন তাদের অধিকারের পর্যায়ে ছিল। প্রচলিত বিধি ভেঙে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ শিক্ষার আলোয় নতুন চমক সংযোজন করলো। এর সফল বাস্তবায়ন আগামী দিনে শিক্ষার পথকে আরও সুগম করবে- তা অনেকটা জোর দিয়ে বলা যায়।

শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে সবার সহযোগিতা অত্যাবশ্যকীয়। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'- এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। বিশেষ করে শিক্ষক সমাজকে মনে রাখতে হবে, তারা জাতি গঠনের কারিগর। শিক্ষার ভিত তারাই রচনা করেন। রাষ্ট্রের উঁচু স্তরে তাদেরই তৈরি ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এক কথায় বলা যায়, রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ বড় বড় সরকারি আমলা তারাই তৈরি করেন। এ কারণে সামাজিক মর্যাদায় তাদের আসন সব শ্রেণী-পেশার মানুষের ওপরে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না- সামাজিক দায়বদ্ধতাও তাদের অনেক বেশি।

শিক্ষকদের একটা শ্রেণীকে আরও সচেতন হওয়া দরকার, যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের অনৈতিকতা তাদের স্পর্শ না করে। শাশ্বত শিক্ষার ছন্দময় গতি যেন স্বাভাবিকতার পথ ধরে চলে প্রকৃতির নিয়মে। অনৈতিক লোভ যেন বিঘ্নিত না করে শিক্ষক সমাজের শ্রদ্ধার অমিয়ধারাকে।

শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে কঠোর পদক্ষেপের বিকল্প নেই। অনিয়ম-দুর্নীতি করলে যে জবাবদিহি করতে হয় সরকারের এ পদক্ষেপ তারই প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধানদের দায়িত্বশীলতার কথা আইনিভাবে বুঝিয়ে দেয়া কর্তব্য। সেই সঙ্গে শিক্ষকরাও শিক্ষা বিভাগে যাবতীয় অনিয়ম থেকে মুক্ত থাকে- এটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা বিভাগের পদে পদে দুর্নীতিতে যে শিক্ষক সমাজও ক্লান্ত তা সরকারকে অনুভব করতে হবে। সেই সঙ্গে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলেই কেবল সমাজে সুশিক্ষার আলো জ্বালানো সম্ভব।

সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সুশিক্ষিত জাতির বিকল্প নেই, আর জাতিকে সুশিক্ষিত করতে হলে নির্বিঘ্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ জন্য সমাজের সব শ্রেণীর সহায়তা অনিবার্য- এ প্রত্যাশা সবার।

[লেখক : সাংবাদিক]
mubarokhosen83@gmail.com